Regd. No. C 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

চাষীভাইদের প্রকৃত বন্ধু

বারিধারা-মেনন পাম্প সেট

মোট মূল্য টাঃ ৩৫৫৯.২৬

স্থাঃ অফিস—২৬/৩/এ, শহীদ সূর্য্য সেন রোড
গোরাবাজার ॥ বহরমপুর

• বিশেষ আকর্ষণ •

জঙ্গীপুর ও সাগরদীঘিতে কোম্পানীর মেশিন মেরামত করিবার নিজস্ব মিস্ত্রী থাকিবে।

৫৯শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১১ই অক্টোবর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ফরাক্কায় শিল্প-কারখানা খোলার প্রাথমিক সমীক্ষা

ফরাক্কা, ৯ই অক্টোবর—ফরাক্কায় শিল্প-নগরী খোলা সম্পর্কে পাঁচ জনের এক সমীক্ষক দল এসেছিলেন গত ৭ই অক্টোবর। উদ্দেশ্য, প্রাথমিক সমীক্ষা চালিয়ে কি ধরণের শিল্প-কারখানা খোলা যেতে পারে এখানে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরজমিনে দেখে-শুনে প্রাথমিক পর্য্যায়ে একটি রেখ-চিত্র তৈরী করা। দলে ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকালীপদ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের শ্রীএস, কে, রায়, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রিন্সিপ্যাল এবং আরও একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায় জানালেন, আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরেই সমীক্ষা-রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করার নির্দ্দেশ আছে। তাঁরা দেখে গেলেন এখানকার সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, পুরনো রেল-ইয়াড এলাকা এবং আরও দখলীকৃত জমি, যা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। শ্রীরায় আরও জানান, শিল্প-নগরীতে পরিণত করার জন্য ফরাক্কাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এখানে অবশ্যই শিল্প-কারখানা খোলা হবে, তবে ঠিক কি ধরণের, সেটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টেকনিক্যাল কমিটি নিযুক্তির পর তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

ভাগীরথী '……শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো'

ফরাক্কা—আগামী ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিক ছাড়া, তার পূর্বে ফরাক্কা প্রকল্পের ফীডার ক্যানেলের মাধ্যমে গঙ্গার জল ভাগীরথী নদীতে সরাসরি চালিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এ কথা জানিয়েছেন ফরাক্কা প্রকল্পের কারিগরী উপদেষ্টা সমিতির ইঞ্জিনীয়ার সদস্য। গত ৫ই অক্টোবর এখানে ঐ সমিতির একটি বৈঠক বসেছিল। এই সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপরই প্রকল্পের যাবতীয় কাজ করা হয়েছে এবং সবুজ সংকেত পেলে তবেই কাজে এগিয়ে যাওয়া হয়। এবারের আলোচ্য সূচীর মধ্যে প্রধান ছিল দুটি—একটি আপ ষ্ট্রীম লকের কাজ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি ব্যারেজের টেসলার-গেট নিয়ন্ত্রণের ফলাফল সম্পর্কে। আপষ্ট্রীম লকের কাজ আগামী ১৯৭৫-৭৬ সালে সমাপ্তির কথা আছে। খরচা ৫ কোটি টাকা। দৈর্ঘ্যে পাঁচশো ফীট।

আগামী মরশুমে ক্যানেলের কাজ সম্পন্নের আশা করলেও আহিরণের কাছে রেল এবং জাতীয় সড়কের নূতন পথে পরিক্রমা ১৯৭৩ সালের নভেম্বরের পূর্বে সুরু হচ্ছে না। ফলে ঐ দুটির পুরনো সংযোগস্থল কাটা না পড়লে ভাগীরথীতে গঙ্গার জল অচল বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিপর্য্যস্ত জনজীবন

গত সাতদিন ধরে প্রায় যখন-তখন সময়ে-অসময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিরক্তিজনক বিভ্রাট ঘটে চলেছে এই শহরে। দোকানপাটগুলিতে যখন ক্রেতা বিক্রেতাদের কেনা-বেচার কাজ শুরু হয়েছে ঠিক তখনই ঘটে চলেছে বিদ্যুতের এখন-তখন-বিপর্য্যয়। এই বিপর্য্যয়ের বলি হয়েছে দোকানপাট, ছোট-বড় শিল্প সংস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য। নিদারুণ দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে অফিস-আদালত এবং সাধারণ জনজীবন। রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের নিত্য নব নব কৌতুক চলেছে জনজীবনের উপর। কখনও সামগ্রিকভাবে কখনও আঞ্চলিকভাবে। পূজোর মুখে বিদ্যুৎ সরবরাহের এই বিভ্রান্তিকর ব্যর্থতা মহকুমার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে যে এক নিদারুণ আঘাত করে চলেছে তাতে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে বেদনাদায়ক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হাসপাতালের জরুরী কার্য্য ব্যবস্থায়। জনজীবনের এই দুঃসহ দুর্গতি সৃষ্টির এমন অদ্ভুত প্রয়াস—রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আরও কতদিন চালিয়ে যাবেন সে প্রশ্ন আজ দুর্গত জনগণের ?

১৬ জন সত্যাগ্রহীর কারাবরণ

সাগরদীঘি, ৩রা অক্টোবর—আজ দুপুরে সি. পি, আই-এর নেতৃত্বে প্রায় একশ জনের একটি মিছিল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিভিন্ন রকমের ধ্বনি দিতে দিতে উন্নয়ন সংস্থা অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা করলে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 'প্রিজন-ভ্যানে' করে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ

মহাপূজার প্রাক্‌কালে আমাদের পাঠকবর্গের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ আসিয়াছে। আমরা সকলের অমলিন আনন্দ কামনা করিতেছি।

মা দশভুজা, কখনও অষ্টাদশভুজা, কখনও বা সহস্রভুজা হইয়া অখিল জগৎ পরিপালনার্থে, অশুভ ভয় নাশের জন্য অবতীর্ণা হন। দৈত্যদলনিসূদিনী, নারায়ণী। সর্বজীবের ও তত্ত্বসমূহের পরমাশ্রয়। কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে আজ কত যে সমস্যা! মাতৃপূজার মহাক্ষণে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন সিদ্ধিরূপী গণেশ, ঐশ্বর্যরূপিণী লক্ষ্মী, জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী ও বলবিক্রমরূপী কার্ত্তিকেয়কে। অশুভরূপী অসুরকে তিনি দলিত করিতেছেন। তাহার প্রতি তিনি ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাই তিনি মহাশক্তি। কিন্তু আজ কোথায় সিদ্ধি, কোথায় সমৃদ্ধি, কোথায় জ্ঞানচর্চা ও বিক্রমের পরিচয়?

১৩৭৮-এ মা আসিয়াছিলেন বন্যার তাণ্ডব, অতিবর্ষণের অশ্রুতে। এবারে তিনি আসিতেছেন প্রচণ্ড অগ্নিস্রাবী খরা লইয়া। তাঁহার এই আগমনও অশ্রুঝরা। চতুর্দিকে ব্যাপক অনাবৃষ্টি—শস্যহানি। দেবী বলিয়াছেন ঃ

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥

দেবী নিজদেহজাত প্রাণধারক শাকপত্রাদি দ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত জগৎ পালন করিবেন। তিনি শাকম্ভরী নামে পৃথিবীখ্যাতা হইবেন। এই অবস্থায় তিনি দুর্গম নামধেয় মহাসুরকে বধ করিবেন।

বুঝিলাম। তাই এবারের অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি। অতএব শাকপাতা খাইয়া জীবন বাঁচানর প্রশ্ন আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি লোক শাকপাতা খাইতে আরম্ভ করিলে, রাজ্যের বৃক্ষাদি তাহা কতদিন সরবরাহ করিতে পারিবে ইহাই প্রশ্ন। দেবী বলিয়াছেন, দুর্গম অসুরকে বধ করিবেন। সে অসুরের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলিবে। কেন না, এবারে যে বহরে দেবীর অর্চনা হইবে, তাহাতে উক্ত অসুরকে খুঁজিতে তাঁহার বিলম্ব হওয়ার কথা নয়।

বস্ত্রের, পোষাকের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে। আর বাড়িয়াছে নিত্য অপরিহার্য ভোগ্যপণ্যের দাম। মা আসিতেছেন—কন্যা আসিতেছেন--দেবী আসিতেছেন। একটু মিষ্টিমুখ করাইয়া দু'টি মিষ্টি কথা বলিয়া আবার তাঁহাকে 'সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ' বলিব। সে মিষ্টিমুখ করাইতে হইবে না। চিনি আজ চিনি না। দোকানের গুড় চোখের জলে লবণাক্ত হইতেছে।

এই মহাপূজা বাঙ্গালীর এক বিরাট মাতৃদায়। নূতন সরকারের আমলে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনা নিশ্চয়ই পরিলক্ষিত হইবে এই পূজায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে উৎসাহের প্রেরণা পাইতেছেন কি? বাঙ্গালী সিদ্ধিদাতা গণেশের অর্চনা করিবেন, সিদ্ধি পাইবেন না; ঐশ্বর্যরূপিণী লক্ষ্মীর আহ্বান জানাইবেন ঐশ্বর্যহীন বাংলায়; জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিবে না; বলরূপী কার্ত্তিকেয়কে বরণ করিবেন নিঃস্ব-বল হইয়া; মহাশক্তিকে উপচার নিবেদন করিবেন মহানৈরাশ্যের মধ্য দিয়া।

ইহাতেও আনন্দ পাইবেন বাঙ্গালী। কেন না তিনি মাতৃসাধক। শিব-শক্তি সাধনার পীঠভূমি এই বাংলা শত বিপর্যয়েও নীরব থাকিতে পারে না। বাঙ্গালীর কণ্ঠে মায়ের প্রতি সন্তানের আকুতি জাগিবে—

প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।

দুর্বৃত্তপনার চূড়ান্ত রূপ

নিমতিতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর—গত ২১-৯-৭২ তারিখে সুতী থানার অন্তর্গত সরলা কিশোরপুর গ্রামে রাত্রি প্রায় ১২টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতকারী চমৎকার দাস ও হরেন মণ্ডলের বাড়ী চড়াও করে ১৯/২০ মণ ধান লুট করে নেয় ও বাড়ীর অন্যান্যদের উপর মারধর করে। তাদের চীৎকারে গ্রামের লোক জেগে গিয়ে দুর্বৃত্তদের তাড়া করে। অল্পক্ষণ পরে দুর্বৃত্তরা আবার দলে ভারী হয়ে এসে গ্রামবাসীদের উপর বেধড়ক অত্যাচার করে। এই ব্যাপারে উক্ত গ্রামের লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। এখন পর্য্যন্ত তারা বাড়ী ফিরে আসতে পারে নি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই ঘটনা কিছু জমির ধান কাটাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে মহকুমার এস. ডি. ও. মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যাতে অবিলম্বে উক্ত এলাকায় শান্তি ফিরে আসে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ সুযোগ

৬০ বছর পূর্তির পরে যে সব প্রাথমিক শিক্ষক (Superannuation period)-এ ৫ বছর কাজ করতেন তাঁরা সরকার থেকে কোন নতুন বেতন, ভাতা, P. F. কিছুই পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সারা বাংলা শিক্ষক (প্রাঃ) সমিতির চাপে সরকার এই সব সুযোগ ঐ ধরণের শিক্ষকদের দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, সরকার ১৯৬৯-এর ১লা মার্চ থেকে এই আইন চালু করেছেন। অর্থাৎ যাঁরা '৬৯ থেকে বর্ধিত সময়ে কাজ করে আসছেন তাঁরা এই আওতায় পড়বেন।

দরবেশপাড়া বারোয়ারী ৺শ্রীশ্রীদুর্গা ও লক্ষ্মী-মাতার ১৩৭৮ সালের পূজার আয়ব্যয়ের হিসাব

মোট আদায়কৃত চাঁদা টা. ৯২৯'২৫ মণ্ডপ, প্রতিমা ও পূজা উপকরণ বাবদ মোট খরচ টা. ৮৭৯'৯৭, উদ্বৃত্ত—৪৯'২৮।

সম্পাদক,
স্বাক্ষর—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রীচিত্ত মুখার্জী

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট আমাদের নিবেদন—আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের অবকাশ না লইয়া সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

মৃত্যু অখাদ্যে—কুখাদ্যে

নিমতিতা, ২০শে সেপ্টেম্বর—গত ১৭।৯।৭২ তারিখে নিমতিতা অঞ্চলের শিবনগর গ্রামের কেতাবুদ্দিন সেখ ও কামালপুর গ্রামের মহাঃ তেনু সেখ দীর্ঘদিন অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকার পর মারা গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই থানায় ১৯ জন মানুষ না খাইয়া মারা গিয়াছে। তাহা ছাড়া এই সুতী সমসেরগঞ্জ অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের খুব প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রায় শতকরা ৪০ জন লোক দীর্ঘদিন অখাদ্য-কুখাদ্য ও অনাহারজনিত অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই এলাকা বিড়ি শিল্প প্রধান। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরে থাক দুবেলা দুমুঠো নুনভাত খাওয়ার সংস্থান ৭৫% লোকের নাই। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আশংকা করা হইতেছে যে, এই মহকুমার সাধারণ খেটে খাওয়া চাষী-শ্রমিকদের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে।

খোদা দিল তো জোলায় দিল না

নিমতিতা, ২০শে সেপ্টেম্বর—বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে ৩২৫টি স্কুল গত ৯।৯।৭২ তারিখে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি মঞ্জুরীর জন্য D. P. I. এর নিকট প্রেরণ করেছেন তা নাকি সম্পূর্ণ জনস্বার্থ বিরোধী ও একপেশেমির নামান্তর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, এই জেলায় '৭১ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০টি অননুমোদিত বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু '৭২ সালে এর সংখ্যা আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত ৬০০ শোয় পৌছায়। খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সকল বিদ্যালয় মঞ্জুরীর জন্য পাঠান হয়েছে তার ভেতর আলাদিনের প্রদীপের স্কুলগুলোয় নাকি মঞ্জুরীর ব্যাপারে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সংগঠক শিক্ষক ও জনসাধারণের ভেতর তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যা হোক এ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সরকারপক্ষীয় কোন এক শিক্ষক সমিতি এ হেন একতরফা নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে হাইকোর্টে ইন্‌জাংক্‌সান্ করাতে (স্কুলগুলোর উপর) চলেছে। উপরোক্ত ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, হয় সরকারপক্ষের এটা অন্তর্কোন্দল না হয় অর্থাভাবের দরুণ শিখিয়ে পড়িয়ে পেটুয়া সমিতির মারফৎ হাজার হাজার বেকার ছেলেদের (সংগঠক শিক্ষক) জীবন ও জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১ জনের মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২৫শে সেপ্টেম্বর—গত শুক্রবার নবগ্রাম থানার আইড়া গ্রামের শ্রীঅরুণকুমার মিত্র (১৮) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে এবার বি, এস, সি (কেমিষ্ট্রিতে অনার্স) পারট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য চলতি খরার মরসুমে সাগরদীঘি এবং নবগ্রাম থানা এলাকায় এই জ্বর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে। শতকরা ৯০ জন লোকই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অবিলম্বে স্বাস্থ্য দফতরের এই অঞ্চলে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

রেশন ডিলারের পরিণতি

বাহাগলপুর, ৩রা অক্টোবর - সুতি ২নং ব্লকের বাহাগলপুরের রেশন ডিলার মনিরুদ্দিন মুন্সী গত প্রায় ২ বৎসর যাবৎ রেশন দ্রব্য লইয়া নানারূপ কারচুপি চালাইতেছিল। সে গ্রামবাসীদের কাছে রেশন দ্রব্যাদি চড়া দরে বিক্রয় করিতেছিল এমন কি কোনওরূপ ক্যাশ মেমো পর্য্যন্ত দিতেছিল না। গত ৬ই সেপ্টেম্বর এখানকার কিছু উৎসাহী যুবক গ্রামবাসীদের সাহায্যে এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ জানায় এবং এই কার্য্যের প্রতিবাদলিপি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, ডিষ্ট্রিক্ট কন্‌ট্রোলার এবং সাবডিভিসনাল কন্‌ট্রোলার সমীপে প্রেরণ করা হয়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রামে আসেন এবং সরেজামন তদন্ত করেন। পরে মনিরুদ্দিন মুন্সীর লাইসেন্স খারজ করিয়া দেন। ঐ ডিলার কোন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। গুদামে ১২৬ কেজি চাল কম পাওয়া যায়।

জল নিয়ে সংঘর্ষ

৪ জন আহত, ৯ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ২৭শে সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি পোপাড়া গ্রামে পাকা সড়কের পাশে সেচের জল নিয়ে এক সংঘর্ষে গুলজার হোসেন, আবুজার হোসেন, হাবিবুর সেখ, সামসুল হোদা আহত হন। পুলিশ এ সম্পর্কে হায়দার হাজী সহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

প্রকাশ, অগ্নিসংযোগের অভিযোগে হায়দার হাজী গত ২৯শে জুন চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ঐ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করায় সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান এবং সেই আক্রোশে জলসেচের সময় আহত চারজনকে আক্রমণ করেন। বর্ত্তমানে নয়জনই জামিনে মুক্ত আছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২৭শে সেপ্টেম্বর—গত ২০শে সেপ্টেম্বর পুলিশ বোখারার একটি ক্যানেলের কালভার্ট থেকে গলায় দড়ি লাগানো অবস্থায় একটি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। যুবকটির নাম আজিজুর রহমান (২৫)। পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের সন্দেহ শ্রীরহমানকে প্রথমে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং পরে গলায় দড়ি লাগিয়ে কালভার্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে করে এই ঘটনাকে একটি সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা বলে সকলে মনে করে।

দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত

ফরাক্কা, ৯ অক্টোবর - গত ৭ অক্টোবর গভীর রাতের এক সশস্ত্র ডাকাতিতে সুজাপুর দিয়াড়ার শ্রীকান্ত মণ্ডল ডাকাতের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে বলে খবর এসেছে। স্থানটি ফরাক্কার গঙ্গার পূর্ব পারে। ডাকাতেরা খোঁজে ছিল হেমন্ত মণ্ডলের বাড়ীর। ভুল করে ঢোকে বাঘা মণ্ডলের বাড়ীতে। খোঁজ নিতে বেরোয় টর্চ্চ হাতে পড়সী শ্রীকান্ত। গুলি খায় সে। বাঘা এবং তার ছেলে দেশজ অস্ত্রে আহত। খোয়া গিয়েছে হাজার টাকা সর্বসাকুল্যে।

কান্দী মহকুমা হাসপাতালে অব্যবস্থা ও মহকুমা হেলথ অফিসারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি, কান্দী শাখা-র সম্পাদকের বিবৃতি

বৎসরখানেক আগে কান্দী মহকুমা হাসপাতাল, —গিরিশচন্দ্র হাসপাতাল'এর লাশকাটা ঘরের ছুটি জানালা চুরি যায়। ঘরটির দরজার শিকল বন্ধ করা যেত না। পোষ্টমর্টেম পরীক্ষার অব্যবহিত পরে মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা মৃতদেহের দখল না নিলে মৃতদেহ সরকারী হেফাজতে থাকাকালীনই শৃগাল কুকুরে খেয়ে যেত। দাবীদারহীন মৃতদেহ লাশকাটা ঘরের উত্তর দিকে একটি পুকুর পাড়ে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হত। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাননি।

শোনা যেত যে, পোষ্টমর্টেম পরীক্ষার পরে মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে ফেরত নিতে হ'লে মৃতের সেলাই খরচা বাবদ টাকা দিতে হয়। তিন বৎসর পূর্বে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কান্দী শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়টির প্রতি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গত এপ্রিল মাসে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কান্দী শাখার প্রতিনিধিদল কান্দী মহকুমা হাসপাতাল, কান্দী মহকুমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ এবং কান্দী মহকুমার স্বাস্থ্য বিভাগের বহুবিধ দুর্নীতির প্রতিকারে, বহুবিধ উন্নতির প্রয়াসে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ, জেলা শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ, চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ্ হেলথ্ ডাঃ চিত্তরঞ্জন রায় এবং মহকুমা শাসক শ্রীরসময় মালাকারের সহিত আলোচনা করেন। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় লাশকাটা ঘরটি মেরামত করা হয়েছে। তদন্তের পরে বে-আইনীভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বর্ত্তমানে অপর একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

কান্দী মহকুমার হেল্থ অফিসার এবং তাঁর অধীনস্থ বিভাগ সম্বন্ধে অযোগ্যতার, স্বজন পোষণ, অকর্মণ্যতা, দুর্নীতি প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কান্দী শাখা সংশ্লিষ্ট সকল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করেছেন। মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মী, বেসিক হেল্থ ওয়ার্কাররা (বি, এইচ, ডবলিউ) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনা যাতে সার্থক অবস্থায় থাকে এই কারণেই প্রতিমাসে, প্রতি বাড়ীতে, প্রতি পরিবারে একবার করে স্বাস্থ্য-বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহের জন্য, টিকাদান প্রভৃতি কাজের জন্য যাবেন ইহাই তাঁদের নিদ্দিষ্ট ডিউটি। এই ডিউটি পালনের জন্য প্রতি বি, এইচ, ডবলিউ এর নিজস্ব এলাকা ভাগ করে দেওয়া আছে। পূর্ব নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী অনুসারে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বাড়ীতে এঁদের কাজ করার কথা। বাড়ী পরিদর্শনের তারিখ ও নিজ সহি দেবেন। অভিযোগে প্রকাশ, যে কান্দী মহকুমার বহু বি, এইচ, ডবলিউ "বিশেষ বন্দোবস্তের" কল্যাণে কাজ না করেই মাসের পর মাস রিপোর্ট করছেন, "কাজ করে যাচ্ছেন"। ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কান্দী শাখা নমুনা-উদাহরণস্বরূপ কান্দী পৌরসভাকে তুলে ধরেন। এখানে দু'জন বি, এইচ, ডবলিউ নাকি কাজ করেন। সমগ্র শহরবাসীর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছাড়া আর কেউ সম্ভবতঃ স্মরণই করতে পারবেন না সংশ্লিষ্ট বি, এইচ, ডবলিউদের কেউ কখনও তাঁদের বাড়ী এসেছেন। দেওয়ালের লিখন তো দূরের কথা। শহরের একটি অংশে বেশ কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল না হওয়াতে কোন বি, এইচ, ডবলিউকেই কাজ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়নি।

কান্দী মহকুমা হেল্থ অফিসারের গত মার্চ্চ মাসে দেওয়া কয়েকটি বদলির আদেশ পর্য্যালোচনা করলে স্বজন-পোষণ, নীতিহীনতা প্রভৃতি বহুবিধ গলদ নগ্নরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট বি, এইচ, ডবলিউ জনৈকা মহিলা শ্রীমতী গীতারাণী সেন তাঁহার ৭।৪।৭২ তারিখের আবেদনে জেলা সি, এম, ও এইচ মহোদয়ের নিকট সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ করেন, "যেহেতু কান্দী, এস, ডি, এইচ ও মহোদয়ের আদেশগুলি পক্ষপাতিত্বদুষ্ট, কিছু অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য দেওয়া জনস্বাস্থ্য রক্ষাহেতু দেওয়া নয়, সেই হেতু বর্ত্তমান আদেশটি বাতিল করিতে অনুরোধ করিতেছি...।"

সি, এম, ও, এইচ মহোদয় নিজে ২১।৪।৭২ তারিখে কান্দী এসে তদন্ত করে পূর্বকার সমস্ত বদলির আদেশ বাতিল করেন ও শ্রীমতী সেনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

নদীবক্ষে মাছধরাকালীন

১৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ; ৪টী নৌকা ও "জগৎবের জাল" সমেত বাংলাদেশের সীমান্ত-বাহিনী কর্ত্তৃক ধৃত

নিমতিতা (মুর্শিদাবাদ), ৪ঠা অক্টোবর - গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা ১০ টার সময় জঙ্গিপুর মহকুমার রেঞ্জাপুর চরের নিকটবর্ত্তী পদ্মাবক্ষে যখন বাংলাদেশ হতে আগত ১৫ জন মৎস্যজীবী ৪টী নৌকা নিয়ে জগৎবের জালে (৪০০ হাত লম্বা) ইলিশ মাছ ধরছিল, তখন প্রবল ঝড়ে ও স্রোতের বেগে নৌকার গতি সামলাতে না পেরে বাংলাদেশ সীমান্তে তারাপুর ক্যাম্পের নিকটে নাকি এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশ সীমান্ত-বাহিনী ১৫ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করে ও জাল সমেত নৌকা ৪টীকে আটক করে। ১৫ জনের মধ্যে ২ জন মৎস্যজীবী জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। ১৩ জনের মধ্যে বুড়া ও শিশু ৬ জনকে মুক্তি দেয়। অবশিষ্ট ৭ জনকে শিবগঞ্জ থানায় চালান দেয়। সেখানে ১ জনকে মুক্তি দিয়ে বাকী ছয় জনকে নবাবগঞ্জ চালান দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর এই জাতীয় ঘটনা এতদঞ্চলে ঘটেনি।

কলকাতায় টানা রিক্সার বদলে অটো-রিক্সা

ছ'মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার কলকাতা শহর থেকে টানা রিক্সা তুলে দিতে চান। টানা রিক্সার বদলে অটো-রিক্সা চালু করা তাঁদের উদ্দেশ্য। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় টানা রিক্সার সংখ্যা দশ হাজারের ওপর। অনেক রিক্সা আবার একাধিক শিফটে চলে। সে হিসাবে টানা রিক্সায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা পনের-বিশ হাজারের মত হবে।

জবাব দে মা

(দা' ঠাকুর)

গুটি কত কথা আমি
মা দুর্গা, আজ শুধাই তোরে—
তুই ছাড়া আর কেউ জানে না,
বলবি কি মা সত্যি ক'রে ?
ত্রেতা যুগে রামের সীতা
রাবণ রাজা করলো হরণ,
সেই রাবণে বধ করিতে
পূজলো শ্রীরাম তোর শ্রীচরণ।
শোনা কথা—দেখিনি মা,
বল্‌ছি এ সব অনুমানে—
পদ্ম আনার ভার না কি রাম
দিয়েছিলেন হনুমানে ?
এক পদ্ম তার কমতি হওয়ায়
রামচন্দ্র শুনি নাকি—
নীলপদ্মের অনুকল্পে
দিতে চেয়েছিলেন আঁখি ?
এখন পূজার উপচারে
অভাব হ'লে কোনও রকম,
কষ্টলভ্য সকল দ্রব্য
অনুকল্পেই গঙ্গোদকম্।

কবে হ'তে তোর পূজোতে
চল্‌তি হ'লো এমন বিধি—
ভক্ত যে তোর করছে পূজো
বাহাল ক'রে প্রতিনিধি ?

(যদি বলো) মন্ত্র তন্ত্র সংস্কৃতে
বিপ্রগণ এই ভাষা জানে,
পূজার্চ্চনার ভার সে কারণ
পান তাঁহারা দেবস্থানে।

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং"
পড়েনি যে কভু ভু'লে,
"যথা জ্ঞানং করবানি"
ব'লে নিচ্ছে এ ভার তুলে!

কাঠামোটা গড়ে ছুতোর,
মূর্ত্তি গড়ে কুম্ভকারে,
ডোমের ডালা তাও লাগে মা,
তোমার পূজোর উপচারে।
নৈবেদ্যাদি ভোগের জিনিস
চাষা তৈরী করে ক্ষেতে,
তবু তাদের যেতে মানা
জগদম্বার মণ্ডপেতে।
যদি বলো—মূল্য দিয়ে
এ সব দ্রব্য কিনেন তাঁরা,
তন্ত্রধারক দক্ষিণা নেন,
মন্ত্র কি মা মূল্য ছাড়া ?
পূজার বস্তু ব্রাহ্মণে নেয়
ভক্ত বাড়ীর বস্তা সমেত
(বলে) "দেব-বস্তূন্ দ্বিজায় দদ্যাৎ
অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"
পূজার সময় ঘৃণ্য ভেবে
ছুবি ছুবি বলেন যারে—
বিজয়ার দিন প্রতিমা তো
চাপান কিন্তু তাদের ঘাড়ে।
নির্ম্মাণেতে নাই মা বাধা,
আপত্তি নাই বিসর্জ্জনে।
মধ্যে কেবল শূদ্র ক্ষুদ্র,
অবহেলার বিষ অর্জ্জনে॥
যদি বলো— উঁচু নিচু
গুণ-কর্ম্ম-বিভাগেতে ;
এ আইন মা সবাই মানি,
আপত্তি মা নাইতো এতে।
উৎকোচও খান উপরি ব'লে,
কিংবা কুসীদ-ব্যবসায়ী—
কাঙ্গাল-পীড়ন ব্যবসা যাঁদের
কর্ম্ম জন্য নন কি দায়ী ?
মাংস চর্ম্ম বেচে ব'লে
ঘৃণ্য জাতি চামার কসাই,
জ্যান্ত বেটার মাংস বেচে
রবেন চির ঠাকুর মশাই!
হীন কর্ম্মের কর্ম্মী যত
এরা তো তোর সবাই চেনা,
গুণ-কর্ম্ম আইনেতে
ঘাড়ে ধ'রে নামিয়ে দেনা।
আমার দোষে ? যে দণ্ড হয়
দে মা নেবো বক্ষ পাতি,
সমদর্শী না-হ'লে মা,
বলবো তোরে পক্ষপাতী।
জগদম্বা নামটি তোমার,
ব্রাহ্মণাম্বা নও তো তুমি—
দূরে হ'তে এই নিবেদন
করি রাঙা চরণ চুমি।

অবশেষে আপোষ হ'ল

প্রায় দুই বছর যাবৎ সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মালিয়াডাঙ্গা গ্রামে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিবদমান দুই দলের মধ্যে যে ঘোরতর বিরোধ চলে আসছিল, তা গত ৩০।৮।৭২ তারিখে মোঃ সোহরাব, আজিজুর রহমান, জহুরুল আলম, সত্যনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, নৃসিংহ মণ্ডল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় দলের আপোষ মীমাংসা হয়ে গেল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত গ্রামে কোন প্রাইমারী স্কুল না থাকায় উভয় পক্ষই একটি করে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং বিদ্যালয়ের জমি একই দিনে জেলা-স্কুল-বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে রেজেষ্ট্রী করে দেয়।

এতদিন ধরে জেলা স্কুল বোর্ড কোন স্কুলকেই মঞ্জুর করতে পারেনি, কারণ কোন পক্ষই তাদের স্বীয় স্কুল ছাড়তে চায় না—অথচ দুইটি বিদ্যালয় তো আর মঞ্জুর করা যায় না। এইভাবে বিবদমান দুই দলের অবশেষে আপোষ মীমাংসা হল এবং নির্দ্ধারিত হল যে, কোন পক্ষের স্কুলকেই মঞ্জুর করা হবে না—তৃতীয় কোন ব্যক্তির স্থানে স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং উক্ত জমি জেলা-স্কুল-বোর্ডকে রেজেষ্ট্রী করে দিতে হবে। আর যে দুইটি স্কুল এতদিন পরিচালিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে তিনজন শিক্ষককে চাকুরী দেওয়া হবে এবং বহিরাগত (জঙ্গিপুর) একজন শিক্ষককেও ঐ স্কুলে নিয়োগ করা হবে।

স্কুলটিকে মঞ্জুর করার ব্যাপারে গত ৯ ৯।৭২ তারিখে জেলা স্কুল বোর্ডের মিটিং-এ বিষয়টি পাশ হয়ে যায়। এবং উহা ডি পি-আই মহাশয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। আশা করা যায়, পূজার পরেই স্কুলটি চালু হয়ে যাবে।

কৈলাস সমাচার

শ্রীশিবানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

কৈলাসে মহাধূম। পশ্চিম বাংলার সন্তানগণের আমন্ত্রণ, বেতার মারফৎ কৈলাসে পৌঁছিয়াছে। কৈলাসের বেতার-যন্ত্রে দিবারাত্র শোনা যাইতেছে বঙ্গ সন্তানদের আবাহন, "এসো মা দুর্গতিনাশিনী, অন্নপূর্ণা, শিবজায়া। মা, মহানন্দে পুত্রকন্যাগণসহ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সকলে মিলিয়া আপন আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সযত্নে পেটিকাজাত করিতে ব্যস্ত। মাতা এক পাশে বসিয়া সেই কর্ম্মের তদারক করিতেছেন। এমত সময় কৈলাসপতি মহাদেব, নন্দীভৃঙ্গীসহ তত্র প্রবেশ করতঃ দেবীকে কহিলেন—হে মহাদেবী, এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে গমন স্থগিত রাখিয়া, চল নবীন "বাংলাদেশে" গমন করি। প্রতি বৎসরই তো পশ্চিমবঙ্গে যাইতেছি, এ বৎসর না হয় নবীন "বাংলাদেশ" দর্শন করিয়া আসি।" দেবী দশভূজা বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন হে দেবাদিদেব, এ কি কথা কহিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সন্তানগণ আমার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, আমি মা হইয়া কিরূপে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অন্যত্র দেশভ্রমণে যাইতে পারি? বিশেষতঃ গত ২৪ বৎসর পূর্ব্ব-বাংলা আমাকে একদিনের তরেও স্মরণ করে নাই; তদুপরি ঐ স্থান সম্পূর্ণভাবে হিন্দু দেবদেবীদের অগম্য ছিল, সেক্ষেত্রে ভালরূপে অনুসন্ধান না করিয়া ঐ স্থানে গমন করাও আমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইতে পারে। হে মহাদেব, পুত্রকন্যাদের কথা চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে এ কার্য্যে বিরত হইতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

মহাদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন—দেবী, সেস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়াই কি আমি তোমার নিকট ঐ স্থানে গমনের প্রস্তাব করিয়াছি। বর্ত্তমানে নবীন 'বাংলাদেশ' ঐশ্লামিক সভ্যতার গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা জন্মভূমিকে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে। সেখানের হিন্দু-সন্তানদের আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে কারণে হিন্দু সন্তানদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যও আমাদের তত্র গমন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আমার অনুরোধ, চল আমরা এ বৎসর তথায় গমন করি।" মহাদেবের বাক্যে দেবী কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া চিন্তা করিলেন এবং পরে কহিলেন—"হে দেব, আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া এখন আর সম্ভব নহে। কেন না পূর্ব্বাহ্নেই আমি আমার গমন বার্ত্তা পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করিয়া দিয়াছি। এখন তথায় গমন স্থগিত রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। যাহা হউক পুত্রকন্যাদের মতামত গ্রহণ করা হউক। তাহারা যাহা বলিবে তাহাই হইবে।" মহাদেব দেবীর বাক্যে সম্মতি জানাইলে, দেবী পুত্রকন্যাদের আহ্বান করিলেন ও তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যে যাহা উত্তর দিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কার্ত্তিক—হে দেবাদিদেব, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তদুপরি চিরকালই আপনি আধুনিকতার বিরোধী। পোষাক-আশাক ও প্রসাধনের কোনরূপ ধার ধারেন না। আপনার পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য, আমাদের পক্ষে সকল সময় তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। "বাংলাদেশ" সবেমাত্র স্বাধীন হইয়াছে, এখনও সে আধুনিক যুগে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। সংস্কৃতির দিক হইতে সে এখনও রবীন্দ্র যুগের মধ্যেই হাবুডুবু খাইতেছে, রবীন্দ্রোত্তর যুগে তাহার যাত্রা সুরু হয় নাই। আর পশ্চিম বাংলা আধুনিকতায় আজ ইউরোপ ও আমেরিকার সমতুল্য। আমাদের ন্যায় আধুনিক যুবকদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গমনের সুযোগ পরিহার করিয়া "বাংলাদেশে" গমন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। সে কারণে আপনার প্রস্তাব গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই।

গণেশ—হে পিতা, আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ। আপনি ভালরূপেই অবগত আছেন যে আমার পরমপ্রিয় ভক্তগণ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা বিশেষ করিয়া "বড়বাজার" আলো করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের আহ্বান আমার কাছে দুর্লঙ্ঘ্য। আমার সেই প্রিয় ভক্তগণ এখনও শত চেষ্টা করিয়াও "বাংলাদেশে" প্রবেশাধিকার পায় নাই। সেক্ষেত্রে ভক্তজন সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তহীন বাংলাদেশে আমার পক্ষে গমন করার কোন অর্থই হয় না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিতে অক্ষম।

লক্ষ্মী—হে জগৎপিতা, আমার তো পশ্চিমবঙ্গেই যাইতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না। মায়ের অনুমতি পাইলে আমি মহানন্দে আমেরিকায় পাড়ি জমাইতাম। সেখানে লক্ষ্মীমন্তেরা জানে আমার কি করিয়া সমাদর করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের গণেশ-ভক্তেরা যেটুকু বা সমাদর করে, যদি বাংলাদেশে গমন করি তবে তাহাদের নিকট সেটুকু সমাদরও পাইব কিনা সন্দেহ। সে কারণ তাহারা সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্মীমন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় গমন আমার নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন।

সরস্বতী—হে কৈলাসপতি, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শুধু যে মাতার সঙ্গে গমনেই আমার সমাদর করে তাহা নহে, আমার পূজা চলে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, মণ্ডপে মণ্ডপে। বিশেষ করিয়া পূজামণ্ডপে হিন্দি গানের সুমধুর চটুল সুর মাইক মাধ্যমে শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে 'বাংলাদেশে'র বর্ত্তমান বাংলা গান আমার মোটেই সুন্দর মনে হয় না। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত-চর্চ্চা বর্ত্তমানে উন্নত মানের। তাহাদের সুর দেশী বিদেশী নানান্ সুরের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সুরমূর্চ্ছনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেই সুর আমারও শিক্ষণীয়। এমতাবস্থায় "বাংলাদেশ" গমন করিয়া আমি শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না। সে কারণ আপনার প্রস্তাব আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নহে।"

সকলের মতামত শুনিয়া দেবী মহাদেবকে কহিলেন—হে জগৎপতি, বর্ত্তমান যুগ, গণতন্ত্রের যুগ। অতএব গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আপনার প্রস্তাব বাতিল বলিয়া গণ্য হইল। তবে যদি ইচ্ছা করেন তবে আপনি স্বয়ং, নন্দীভৃঙ্গীকে লইয়া "বাংলাদেশে" যাইতে পারেন, কিংবা কৈলাসেও অবস্থান করিতে পারেন।"

মহাদেব তাঁহার প্রস্তাব বাতিল হওয়ায় রাগতভাবে স্থান ত্যাগ করতঃ ধ্যানমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

দেবী এইবার কোন্ যানে গমন করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে নৌ-যানই তাঁহার বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায়, মাতা ভাগীরথীকে আবাহন করিয়া যান প্রস্তুত করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

ভাগীরথী আগমন করিয়া দেবীর সম্মুখে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—হে মাতঃ, এ বৎসর বৃষ্টিপাত একেবারে না হওয়ায় আমার গর্ভ জলশূন্য, নৌ-যান চলাচলের অনুপযুক্ত। দেবী অনুগ্রহ করিয়া আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিয়া অন্য যানের ব্যবস্থা করুন।

দেবী, গজপতি ঐরাবতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যে যাইতে আদেশ করিলে, গজপতি কহিলেন—মাতঃ, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। খরা পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণ শস্যহীন। অন্যান্য রাজ্য হইতে ভিক্ষান্ন আসিতেছে তবেই তাহার সন্তানদের উদরপূর্ত্তি হইতেছে। অতএব তাহাদের পক্ষে আমার "হাতির খোরাক" সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। সে কারণে আমার অনুরোধ, দেবী তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করুন।"

অবশেষে দেবী অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাকে আদেশ করিলে উচ্চৈঃশ্রবা সম্মত হইলেন।

দেবী ঘোটকপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। কার্ত্তিক-গণেশ প্রভৃতি নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিলেন। এমন সময় কৈলাস বেতারে পার্থিব সংবাদ ভাসিয়া আসিল—"দুর্গাপূজায় সরকারের বিনা অনুমতিতে চাঁদা আদায় আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা জোরজুলুম করিয়া চাঁদা আদায়কারীকে গ্রেপ্তার করা হইবে।"

দেবদেবীগণ ঐ সংবাদে বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস আকাশে ভাসিয়া উঠিল। সকলেই এ বৎসর সমাদরের ঘাটতি হইবে চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া, "বাংলাদেশে" যাইতে মনস্থ করিয়া মহাদেবের ধ্যানমন্দিরের পথে অগ্রসর হইলেন।

সব কি বলা যায়? বলাও ত দায়

ফরাক্কা, ৯ অক্টোবর—গত ৪ অক্টোবর কোলকাতা থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে আসামের জন্য প্রেরিত প্রায় দু'লক্ষ টাকা মূল্যের দামী কাপড়-চোপড়ের গাঁট খোয়া যায় নিউ ফরাক্কা জংশন ষ্টেশনের অনতিদূরে। সেখান থেকে দুষ্কৃতকারীদের মোটা অংকের টোপ ফেলে বারহারোয়ার এক নামী বস্ত্র-ব্যবসায়ী ট্রাক যোগে কাপড়ের গাঁট পাচার করে কিন্তু রিলে প্রথায় পুনঃ পাচারের সময় বিহার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তবে দেড় লক্ষ টাকার। খবরের সূত্র ধরে দুমকার ডি, এস, পি এই অভিযান পরিচালনা করেন। মালকাটা দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান এখনো মিলেনি।

ঘরের খবর পরের মুখে শুনে এখানকার উৎসুক জনতা প্রশ্ন তুলেছেন, "তবে ফরাক্কার পুলিশে কি করে? এর উত্তর সংশ্লিষ্ট দফতরে পাবেন। কেন না, সেই মজাদার ফটকি, যা হুশিয়ার লোকেরা বলেন "বলি তো মা মার খায়, আর না বলি তো বাপ কুত্তা খায়"।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

[illegible] ৫ [illegible]

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-[illegible]

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

আজই সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে

আরও বেশি সুযোগ সুবিধা ঘোষণা

আয় বৃদ্ধি করুন

জানুয়ারী '৭১ থেকে কয়েকটী আমানত সুদের হার আগের থেকে বেড়েছে। নতুন সিকিউরিটি-অধিকতর লাভ—পছন্দসই লগ্নীর উপায় বৃদ্ধি আকর্ষণীয় কর রেহাই—সময়সীমা হ্রাস।

নতুন সার্টিফিকেট

ক। (১) ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (২য় পর্যায়)

মূল্যমান ১০, ১০০, ১০০০, ৫০০০ টাকা। আয়করমুক্ত সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫৬/৭% অর্থাৎ মেয়াদ অন্তে ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে পাওয়া-যাবে ১৪১ টাকা।

(২) ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০, ও ৫০০০ টাকা। আয়করমুক্ত সুদ ৫% হারে প্রতি বছর দেওয়া হ'বে এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া হ'বে।

(৩) ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ পর্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা। ১৫ই জানুয়ারী '৭১ থেকে সুদ ৭১/২% হারে প্রতি বছর দেওয়া হ'বে এবং আসল টাকা মেয়াদ অন্তে ফেরত দেওয়া হ'বে কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাবে এবং ক্রয়সীমা নির্দ্ধারিত নাই। উল্লিখিত তিনটী সার্টিফিকেটই কেনার তিন বছর পরে অথবা **ক্রেতার মৃত্যু হলে এক বছর পরেই ভাঙ্গানো যাবে।**

খ। অন্যান্য স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পে প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা

(১) পোষ্ট অফিস টাইম ডিপজিট (১ বছর, ৩ বছর ও ৫ বছর মেয়াদী)

(২) পোষ্ট অফিস রেকারিং ডিপজিট (৫ বছর মেয়াদী)

(৩) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

(৪) ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী জমা (৫, ১০ ১৫ বছর মেয়াদী)

গ। ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অ্যাকাউন্ট

বিশদ বিবরণের জন্য পত্রালাপ বা সংযোগ করুন পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, অর্থ বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১ আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা—১৩ জেলাতে জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্ত্তী ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের সঙ্গে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।